খেলাঘর

সম্বর্ধনার জবাব

আব্দুল্লাহ্ আল-মুতী

খেলাঘরের বন্ধুরা আমাকে আজ যে এভাবে একটি সভায় ডেকেছে এবং আমার লেখার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ছোটদের সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘকালের-বলা যায় আমার নিজের ছেলেবেলা থেকেই। অবশ্য ছেলেবেলায় তো ছোটদের সাথে সম্পর্ক সবারই থাকে। তবে আমি মনে করি এ এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্ক আমি বজায় রাখার চেষ্টা করেছি এত বছর ধরে। ছোটদের কাছে আমি কিছু বলার চেষ্টা করেছি। তাদের কাছে শিখেছিও অনেক।

আমার বিভিন্ন লেখায় কিছু কথা আমি বার বার বলতে চেয়েছি। মনে হয়েছে কথাগুলো জরুরী। তার মধ্যে প্রধান দু চারটি কথা এখানে আবারো উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। বিজ্ঞান শুধু যে কতগুলো আশ্চর্য যন্ত্র বা কিছু আশ্চর্য তত্ত্ব তা নয়, প্রকৃতিকে এক বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখার নাম বিজ্ঞান। এমনি সন্ধানী দৃষ্টি অর্জন না করে নিছক কতগুলো তত্ত্ব শিখে কেউ বিজ্ঞানী হতে পারে না।

কিছু মানুষ আছেন যারা পেশা হিসেবে বিজ্ঞানের চর্চা করেন—শুধু যে তাঁদেরই বিজ্ঞানী বলে গণ্য করতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রতিটি মানুষ কিছু পরিমাণে সন্ধানী, কিছু পরিমাণে উদ্ভাবনশীল। সে হিসেবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানী [illegible] পেশাজীবী ছাপমারা বিজ্ঞানীও এমন হওয়া সম্ভব যার প্রকৃত বিজ্ঞানীর চরিত্র নেই।

৩। দেশের কল্যাণের জন্য শুধু গুটি কতক মানুষের বিজ্ঞান চর্চা যথেষ্ট নয় সারা দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। সারা দেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার না ঘটলে, অনুসন্ধানের উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি না হলে দেশের পক্ষে অগ্রগতির পথে এগুনো শক্ত হবে।

৪। আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশে আগামী দিনের নতুন দেশ আর সমাজ সৃষ্টি করবে তরুণ সমাজ; তাদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার তাই একান্ত জরুরী। তারা বিজ্ঞানের চিন্তা আর পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারবে সহজে; তাদের উদ্ভাবন ক্ষমতা সবচাইতে বেশি-আগামী দিনের সমাজ সৃষ্টিতে তারা অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

৫। বিজ্ঞান হল আগামী দিনের তরঙ্গ। শিল্প, কাব্য বা ধর্মের ঐতিহ্য পুরনো, দীর্ঘকালের। সে হিসেবে বিজ্ঞান নতুন। কিন্তু বিজ্ঞান ইতিমধ্যে বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে; বিজ্ঞানের ওপর ক্রমেই মানুষের ভক্তি আর বিশ্বাস বাড়ছে; ক্রমেই মানুষ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এ অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৬। বিজ্ঞানেরও শত্রু আছে। আসলে সব সময়ই, বিজ্ঞানকে অনেক বাধা ডিঙ্গিয়ে এগোতে হয়েছে। বিজ্ঞানের সমগ্র ঐতিহ্য সংগ্রামের ঐতিহ্য। পুরনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী যারা তারা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে—কেউ জেনে-শুনে কেউবা না জেনে জাদুবিদ্যা বা শুধু ফুয়ের তেলেসমাতি কার- [illegible] জীবিকা নির্বাহের উপায় তার পক্ষে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা আশ্চর্য নয়। আবার অনেক অজ্ঞ লোক শুধু অজ্ঞতা বা কুসংস্কারেরও কারণেও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে পারে। এমনি অজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে বিজ্ঞানের ফললাভ থেকে বঞ্চিত রাখে।

৭। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তার কারণে বিজ্ঞান বিরোধিতা আজ অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম রূপ নেয়। সুবিধাবাদ তাই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক হস্তরেখা বিচার, বৈজ্ঞানিক মাদুলি, চৌম্বক হস্তবন্ধনী ইত্যাদি নানা ভেকের মাধ্যমে। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে হঠাৎ কখনো মনে হতে পারে এ সবই বুঝি প্রকৃত বিজ্ঞান। কখনো প্রতারিত হলে তারা বিজ্ঞানের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

৮। বিজ্ঞানের শত্রুতা অনেক সময় করে থাকেন বিজ্ঞানীরাও—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে। কখনো তাঁরা নিয়োজিত হন মারণাস্ত্রের গবেষণায়; নানা ধরনের বিষ ছড়াতে, পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতে শোষণের ব্যবস্থা পাকা করতে; কখনো সহায়তা করেন কুসংস্কারকে দৃঢ় করতে।

৯। আমাদের দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অগ্রনায়কদের অনেকেই বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। উনিশ শতকে অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্র নাথ এদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আসলে সাহিত্য শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এক সুতোয় গাথা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

১০। বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনিবার্য বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সময় আমাদের পক্ষে তাই বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা আজ উজ্জ্বল। এ উদ্যোগ দেশের মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে সহায়ক হবে।

দেশের বিজ্ঞান প্রসারের চেষ্টা আজ চলছে তা অতিমাত্রায় ক্ষীণ এবং সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের বই যা লেখা হয় তা হাতে গোণা যায়। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানের যে লেখা বেরোয় তা মুষ্টিমেয়। এ ক্ষেত্রে খেলাঘর যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা বিশেষ প্রশংসা পেতে পারে। এমনি প্রচেষ্টা আরো ব্যাপক, আরো গভীর হওয়া প্রয়োজন এবং তা যে হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। খেলাঘরের ছোট্ট বন্ধুদের প্রচেষ্টা সফল হোক। তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।